উপসংহার

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর সৃষ্টি কৌশলের জন্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ যুগে জন্মালে তিনি একজন দক্ষ ঔপন্যাসিক হতেন। কারণ দক্ষ ঔপন্যাসিকের সমগ্র গুণই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। ব্যক্তিগত জীবন বর্ণনা ও কাহিনি নির্মাণ কৌশলে আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি চরিত্রগুলিকে যেভাবে নির্মাণ করেছেন তাতে তাঁর কাব্য কৌশলকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে হয়। দেবী চণ্ডী পূজা প্রচার করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেব-দেবীদের মতোই প্রথমে অন্ত্যজ অনার্য সমাজকে আশ্রয় করেছেন এবং ধীরে ধীরে উচ্চ সমাজে তাঁর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা। দেবী চণ্ডী হয়েছেন প্রথমে পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তারপর ব্যাধ কালকেতু দ্বারা পূজিতা এবং অন্তিমে বণিক সমাজে তার অধিষ্ঠান। দুজন কবির মধ্যে প্রথমজন খ্যাতির শীর্ষ সীমায় অবস্থান করছেন, আর দ্বিতীয়জন একেবারেই লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছেন। তাঁদের রচনাকৌশল তথা সৃষ্টি কৌশল একেবারেই ভিন্ন। মুকুন্দকে আমরা জীবনরসের কবি বলতে পারি। কাব্যমধ্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশই হোক কিংবা হর-পার্বতির সংসার, কালকেতু-ফুল্লার ব্যাধ জীবন, ফুল্লরার বারমাস্যা প্রভৃতি নানান অংশে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপস্থাপন কৌশল পাঠক সমাজের অন্তরে তাঁকে স্থান করে দিয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে দেবী চণ্ডীর উদ্ভব, আর্য-অনার্যের সংমিশ্রন, দ্বন্দ্ব, চণ্ডী দেবীর পরিচয় এবং চণ্ডীমঙ্গলের তিনটি ধারা অনুযায়ী কবিদের বিভাজন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রচনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে—মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি সম্পর্কে আলোচনা। তাঁরা কোন সময় কালের কবি। যদিও মুকুন্দের সময়কাল নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। তবে কাব্যে উল্লেখিত শ্লোকে রামানন্দ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। তবে মুকুন্দ যেখানে কাব্যের বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত ভাবে নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন। রামানন্দ সেখানে নিজের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তবে অনুমান করা যায় তিনি সম্ভবত অনাথ ছিলেন। এবং শৈশবে বিমাতার লাঞ্ছনার স্বীকার হয়েছিলেন। গবেষণার দ্বারা তাঁর বংশ পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে—উভয় কবির কাব্যের কাহিনিগত তুলনা। রামানন্দ ও মুকুন্দ দুজনেই দুই ভিন্ন শতাব্দীর কবি তাই তাঁদের রচিত কাহিনির বিষয়বস্তু এক হলেও অভ্যন্তরীন পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। রামানন্দ প্রধানত মুকুন্দের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে—কাব্যশৈলীগত তুলনা। উভয়ের কাব্যে শৈলীগত মিল অমিল দেখানোই এই অধ্যায়ের বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে— চরিত্র সৃষ্টিগত তুলনা। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি তাঁদের সৃষ্ট 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' চরিত্রগুলি কোথায় কোথায় ভিন্ন আচরণ করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়—জীবনরসিক মুকুন্দ এবং সমালোচক রামানন্দ। মুকুন্দের কাব্যে জীবনরস ও রামানন্দের কাব্যে মুকুন্দের সমালোচনা কোথায় কোথায় রয়েছে সে বিষয়গুলিকে গবেষণার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দকে জানতে হলে রামানন্দ যতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, কারণ মুকুন্দের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই রামানন্দ কলম ধরেছেন। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র নন, ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর ১৪ বছর পরে রামানন্দ কাব্য রচনা করেছেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ কবি রামানন্দ যতি। তৃতীয়ত, যুগজীবন তথা বাংলার ঐতিহ্য রামানন্দে নানাভাবে উদ্ভাসিত। উক্ত কারণে রামানন্দ মধ্যযুগের কাব্যে প্রাসঙ্গিক এবং মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর তুলনার মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব-শাক্তের দ্বন্দ্ব যেমন সুস্পষ্ট তেমনি দুই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যও মধ্যযুগের সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ। শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এভাবে দুই শিল্পীর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।